দৈনিক জনকণ্ঠ ২৭

তারিখ ... JUL 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর আরও তিন কোটি টাকার বই কিনবে

হাসান হাফিজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি অর্থবছরে আরও তিন কোটি টাকার যে সব সৃজনশীল গ্রন্থ কিনে কলেজ লাইব্রেরীতে দেবে, তার মধ্যে কিছু টেক্সট বইও থাকবে। মন্ত্রণালয় সূত্রের খবর ঃ গত অর্থবছরে যে তিন কোটি টাকার বই পাঁচ শ' কলেজ লাইব্রেরীর জন্য কেনা হয়, তার সবই ছিল সৃজনশীল সাহিত্যের বই। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের তিনশ' বেসরকারী ও দু'শ' সরকারী কলেজ পাঠাগারে দু'দফায় তিন কোটি টাকার বই কিনে দেয়। সৃজনশীল গ্রন্থের লেখক, প্রকাশকদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের এই কার্যক্রম ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপক কার্যক্রম বাংলাদেশে এটাই প্রথম। গ্রন্থ নির্বাচন নিয়ে কিছুটা বিতর্কের জন্য হলেও এই কর্মসূচী অব্যাহত রেখে এর পরিধি স্কুল পর্যায়ে সম্প্রসারণের ওপর জোর দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আগে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যবই ছেপে তার লভ্যাংশ থেকে সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ করতেন সংশ্লিষ্ট প্রকাশকবৃন্দ। পাঠ্যবই ছাপার দায়িত্ব পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির হাতছাড়া হয়ে গেলে সৃজনশীল গ্রন্থের প্রকাশকরা বিপাকে পড়েন। বহু দেন দরবারের পর সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কিনে কলেজ পাঠাগারে দেয়ার এ কার্যক্রম সরকার হাতে নেয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত অর্থবছরে প্রদত্ত বই কিনে দেয়ার পর বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু টেক্সট বই কিনে দেয়ারও দাবি জানিয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী উপকৃত হবেন– এই যুক্তিতে এই দাবি করা হয়েছে। গত অর্থবছরে বই কেনা হয়েছিল দু'দফায়। এবার এক দফায়। এবার এক দফায়ই সকল বই কেনা হবে। আগামী আগস্ট মাসে বই কেনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছরে যে বইগুলো কেনা হয় তার মধ্যে বেশিরভাগই হলো মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, জাতীয় ইতিহাস, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস। যে সব প্রকাশনা সংস্থার বই বেশিসংখ্যক কেনা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে আগামী প্রকাশনী, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা একাডেমী, অনন্যা, ইউপিএল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কাকলী প্রকাশনী, বিশ্বসাহিত্য ভবন ইত্যাদি।

একেকটি বই কেনা হয়েছে পাঁচ শ' কপি করে। জীবিত ও মৃত মোট ৩১৬ জন লেখকের প্রায় পাঁচ শ' টাইটেলের বই কেনা হয়। মন্ত্রী, আমলাদের বই বেশি কেনার অভিযোগ সম্পর্কে সূত্রটি বলে, মানসম্পন্ন বলেই বই কেনা হয়েছে, পদাধিকার বিবেচনায় নয়। বই কেনা হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ কমিশনে। যেসব লেখকের বই বেশিসংখ্যক কেনা হয়েছে সে তালিকায় রয়েছে হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান, সেলিনা হোসেন, মুনতাসীর মামুন প্রমুখের নাম।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন জনকণ্ঠকে জানান, এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং এ ক্ষেত্রে আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট প্রকাশক কাকলী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী এ কে নাছির আহমেদ সেলিম বলেন, এ উদ্যোগ অত্যন্ত চমৎকার। এটা চালু রাখতে হবে। আগে স্কুল-কলেজে বই কেনার টাকা সরকার দিত ঠিকই। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুয়া ক্যাশ মেমো কিনে টাকার হিসাব মেলানো হতো–বই বিক্রি হতো না। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে সৃজনশীল গ্রন্থের প্রকাশক, লেখক সবাই প্রকৃতঅর্থে লাভবান হবেন।

অনন্যার স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক জনকণ্ঠকে বলেন, এ পদ্ধতি অনেক ভাল, এভাবেই বই কেনা প্রয়োজন। প্রথম উদ্যোগ বলে কিছুটা অনিয়ম হয়েছে বটে, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবে টেন্ডারবাজি থেকে প্রকাশকরা মুক্তি পেয়েছেন। কলেজগুলোতে ভাল ভাল বই গেছে। সরকারের এ কর্মসূচী শতকরা ৯০ ভাগই সফল হয়েছে বলা যায়।

অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন নাথ বলেন, সৃজনশীল সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশংসনীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আগে আমরা কোনদিনই পাইনি। তবে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ কার্যক্রমে দেশের স্কুলগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।